ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ, উপনিষদসমূহ, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রসমূহ, স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ, মহাকাব্যদ্বয় এবং পুরাণসমূহ। পৌরাণিক যুগে সমগ্র সমাজব্যবস্থার উপর ব্রাহ্মণদের কঠোর নীতিনিষ্ঠার নিগড় চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় জাতিব্যবস্থা এবং যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-ব্যবস্থার কঠোরতা আরোপ করা হয়। ব্রাহ্মণ্য শৃঙ্খল এবং জাতিব্যবস্থা ও যৌথ পরিবার ব্যবস্থার কঠোর নিয়ন্ত্রণ সমকালীন ভারতীয় সমাজে নারীজাতির মর্যাদা ও অবস্থার অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় নারীশিক্ষার বিষয়টিও বিশেষভাবে অবহেলিত হয়। এই সময়কালের মধ্যে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ঘটনা ঘটে। এই সময় আর্য-পরিবারের মধ্যে অনার্য-পত্নীর প্রবেশ ঘটে। এই সব কিছুই সমকালীন ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থানকে অবনমিত করেছে। পৌরাণিক যুগে বয়ঃপ্রাপ্তির আগেই বালিকা অবস্থায় মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার রীতি চালু হয়ে যায়। স্ত্রীর কাছে স্বামীকে দেবতা হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়। ধীরে ধীরে হলেও 'সতী' প্রথার সূত্রপাত ঘটতে থাকে। বিধবা বিবাহ অস্বীকৃত হয়। পর্দাপ্রথার প্রচলন ঘটে। শিক্ষার অধিকার থেকে নারীজাতিকে বঞ্চিত করা হয়।

পৌরাণিক যুগে নারী

ঋক-বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থায় আইনগত বিচারে নারীজাতির স্বাধীনতা ছিল না। সাধারণত পুরুষ আত্মীয়ের সাহায্য-সহযোগিতার উপর নারীকে নির্ভর করে চলতে হত। কিন্তু ঘরের মধ্যে মর্যাদাগত বিচারে নারীর অবস্থান হীনতর ছিল না। গৃহস্বামীর মর্যাদা পুরুষের মত নারীও পেতে পারত। সমকালীন সমাজে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমপর্যায়ভুক্ত ছিল।

আর্থনীতিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা

বৈদিক যুগে আর্থনীতিক ক্ষেত্রেও নারীজাতির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত ছিল। মৃত স্বামীর সম্পত্তির অংশ ভোগের অধিকার নারীর ছিল। প্রয়াত স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিধি-বিধানের উল্লেখ ধর্মসূত্রসমূহে পরিলক্ষিত হয়। বসিষ্ঠ ধর্মসূত্রে বিধবা বিবাহের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বিবাহিতা মহিলার গর্ভজাত সন্তানের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সমকালীন ভারতের মহিলারা আর্থনীতিক উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে রুজিরোজগার করতেন এমন কথা বলা যায় না। কারণ সে সময়ে তার প্রয়োজনও ছিল না। অধিকাংশ আর্থনীতিক উদ্যোগই ছিল পরিবারকেন্দ্রিক। স্বভাবতই মহিলারা পরিবারের পুরুষের সঙ্গে পারিবারিক পেশাগত কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতেন। চাষ-আবাদের কাজে স্ত্রী স্বামীকে সাহায্য করতেন। কাপড় বোনা ও তাঁতের কাজ বাড়িতেই হত। এ কাজেও মহিলারা অংশগ্রহণ করতেন। সীমাবদ্ধভাবে হলেও কিছু শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে মহিলাদের অধিকারের উপর সীমাবদ্ধতা ছিল। মহিলাদের সম্পত্তির মালিকানার বিরুদ্ধে সাধারণভাবে কিছু সংস্কার ও সামাজিক মনোভাব বর্তমান ছিল। তবে কন্যা ও পত্নী হিসাবে নারীর আর্থনীতিক অধিকারের স্বীকৃতি ছিল। স্ত্রীধনের উপর অধিকার ছিল একমাত্র অবিবাহিত কন্যাদের। মৃত্যুর পর মাতার সম্পত্তি পুত্র এবং অবিবাহিত কন্যাদের মধ্যে সমভাগে বণ্টিত হত। তবে বিবাহিত কন্যারাও প্রয়াত মাতার সম্পত্তির অল্পকিছু স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে পেত। পিতার সম্পত্তিতে কন্যা হিসাবে নারীর কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। তবে ভাইয়েরা উত্তরাধিকার সূত্রে যে পৈত্রিক সম্পত্তি পেত তার সিকি ভাগের উপর ভরণপোষণের জন্য অবিবাহিত কন্যারা দাবি করতে পারত।

স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর সরাসরি কোন অংশ ছিল না। তবে স্বামীর জীবদ্দশায় সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা হলে পুত্রসন্তানদের সঙ্গে পত্নীও সমান অংশ পেতেন। স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা নারীর কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। কারণ মনে করা হত যে, বিধবারা নির্মোহ ও তপস্বিনীর জীবন যাপন করবেন। তবে বিধবা নারী মাতা হিসাবে প্রয়াত স্বামীর সম্পত্তিতে কিছু অধিকার লাভ করতেন। স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রী হিসাবে নারীর সরাসরি কোন অংশ ছিল না, এ কথা ঠিক। কিন্তু স্বামী পরিত্যক্তা নারী স্বামীর সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের উপর দাবিদার ছিল। আবার দুঃস্থ পত্নীর ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব পতিকেই বহন করতে হত।

মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য নারীর সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মনুসংহিতার অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা আছে। মনুসংহিতায় বন্ধ্যানারী, বিশ্বস্ত বিধবা ও রুগ্না স্ত্রীলোকের সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। ভাইয়েদের সম্পত্তির অধিকারের মধ্যে অবিবাহিতা বোনের নির্দিষ্ট একটি অংশের দাবিকে মনু স্বীকার ও সমর্থন করেছেন। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়েই বলেছেন যে, প্রয়াত ব্যক্তি যদি পুত্রহীন হন, তা হলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার মাতার উপর বর্তাবে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির ভাষ্য অনুযায়ী মৃত ব্যক্তি অপুত্রক হলে তাঁর সম্পত্তির উপর বিধবা পত্নীর অধিকার জন্মাবে। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়েই বিশেষ সম্পত্তি হিসাবে 'স্ত্রীধন' ভোগের ব্যাপারে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত করার ব্যাপারে নারীজাতির বিশেষাধিকারকে স্বীকার ও সমর্থন করেছেন।

পৌরাণিক যুগে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকারের ব্যাপারে প্রতিকূলতা পরিলক্ষিত হয়। এই সময় এই ধারণা প্রাধান্য পায় যে, একজন স্ত্রী এবং একজন দাস-এর সম্পত্তির মালিকানা স্বীকার করা যায় না। এই যুক্তির ভিত্তিতে এই সময় স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের অংশকে কার্যত অস্বীকার করা হয়। অধ্যাপক আহুজা (Ram Ahuja) তাঁর *Indian Social System* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ "In the economic field, a woman was totally denied a share in her husband's property by maintaining that a wife and a slave cannot own property."

রাজনীতিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা

দেশের বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থা ও অবস্থা অনুযায়ী রাজনীতিক ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান ও মর্যাদা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশ-কাল নির্বিশেষে এ কথা সাধারণভাবে সত্য। প্রাচীনকালে ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক। আইন প্রণয়ন, শাসনকার্য পরিচালনা এবং বিচারকার্য সম্পাদন সম্পর্কিত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এবং ক্ষমতা ও কার্যাবলী রাজার হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। এখনকার রাজনীতিক ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক চেহারা-চরিত্র তখন দূরতম কল্পনাতেও ছিল না। রাজদরবার বা রাজসভায় রাজ্যশাসন সম্পর্কিত বিচার-বিবেচনা, শলাপরামর্শ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে অক্ষক্রীড়া, মদ্যপান প্রভৃতি অ-রাজনীতিক কার্যাবলীও সম্পাদিত হত। স্বভাবতই সমকালীন রাজদরবারে বা রাজসভায় নারীদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

আবার অনেকের অভিমত অনুযায়ী বৈদিক যুগে নারীর রাজনীতিক অধিকার স্বীকৃত ছিল। এ বিষয়ে ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, সভায় উপস্থিত নারী সভায় সামঞ্জস্যপূর্ণ কথাবার্তা বলে। এখানে মন্ত্রণাকক্ষকে সভা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, নিয়ম রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত নারী (ঋত) সভায় প্রতিদিন তিনবার আসে।

রামায়ণের যুগে নারী যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত স্বামীর সহগামিনী হতে পারত। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে কৈকেয়ীর কথা বলা হয়। মহাভারতের যুগে নারীকে রাজকার্যে একেবারে অছ্যুৎ করা হয়নি। রানী গান্ধারী নৃপতি স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে রাজ্যশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। 'দ্রৌপদী'-কে বলা হয়েছে 'পণ্ডিতা'। দ্রৌপদীও রাজনীতিক ও অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করতেন।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা

প্রাচীন ভারতে ধর্মাচরণ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নারীজাতির অবস্থান ও মর্যাদা ছিল অতি উচ্চে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে পতির সঙ্গে পত্নীর একযোগে অংশগ্রহণ করা ছিল একান্তভাবে অপরিহার্য। ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ অধিকার সহকারে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে দৈনন্দিন ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে যোগ দেয়। সমকালীন ভারতে ধর্মীয় ক্ষেত্রে পত্নী পতির পূর্ণ অংশীদার হিসাবে পরিগণিত হতেন। প্রাচীন ভারতে ধর্মীয় আলোচনা সভায় মহিলাদের মর্যাদার সঙ্গে অংশগ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। অধ্যাপক আহুজা তাঁর *Indian Social System* শীর্ষক গ্রন্থে এ রকম একটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। বিদেহর রাজা জনক ছিলেন দার্শনিক। তিনি বিজ্ঞানসম্মত ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-আচরণসমূহ বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি ধর্মীয় আলোচনাসভা আহ্বান করেন। এই আলোচনাসভায় বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ধর্মের ও দর্শনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে পুরুষদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। এই ধর্মীয় আলোচনাসভায় ব্রহ্মবাদিনী গার্গী মর্যাদার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অধ্যাপক আহুজা এ বিষয়ে বলেছেন ঃ "Jaimini's Purva-mimansa has been interpreted by Sabara Swami as dealing with the equal rights of men and women to the performance of the highest religious ceremonies." প্রাচীন ভারতে ধর্মীয় ক্ষেত্রে নারীজাতির অবস্থান সম্পর্কে মনুসংহিতায় বিস্তারিত আলোচনা আছে। যাজ্ঞবল্ক্যও এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই দুই প্রাচীন শাস্ত্রকারের অভিমত অনুযায়ী পতির সঙ্গেই পত্নী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করবেন। পতিকে বাদ দিয়ে পৃথকভাবে যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-উপবাস প্রভৃতি ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন পত্নীর পক্ষে নিষিদ্ধ।

মূল্যায়ন

পরবর্তী বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থায় নারীর মর্যাদা ও অবস্থানের অবমূল্যায়ন ঘটেছিল। এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। এই সময় নারীজাতির উপর নিয়ন্ত্রণের নিগড় অপেক্ষাকৃত কঠিন ও কঠোর হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যসমূহের এবং সংহিতাসমূহে এ বিষয়ে সমর্থনসূচক আলোচনা আছে। সমকালীন সমাজে নারীকে উচ্চমানের নীতিনিষ্ঠ জীবন যাপন করতে বলা হয়েছে। কিন্তু নারীকে প্রত্যাশিত মর্যাদা প্রদান করা হয়নি। এই সময় নারীকে সুরা ও অক্ষের সমপর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হত। পারিবারিক ব্যবস্থায়ও নারীর আগের অবস্থান বা মান-মর্যাদা অটুট ছিল না। পুরোহিতের কর্তৃত্ব ক্রমশঃ বাড়ছিল। গৃহের আভ্যন্তরীণ কাজেকর্মে এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে পুরোহিতের আধিপত্য ক্রমশঃ কায়েম হচ্ছিল বলে মহিলাদের অধিকার